প্রয়োজন পরিচ্ছেদঃ

প্রয়োজন ও সুখ এবং তাদের প্রকার

ইদানীং প্রয়োজনং নিরূপ্যতে। যদবগতং সৎ স্ববৃত্তিতয়েষ্যতে তৎ প্রয়োজনম্। তচ্চ দ্বিবিধং মুখ্যং গৌণঞ্চেতি। তত্র সুখদুঃখাভাবৌ মুখ্যে প্রয়োজনে। তদন্যতরসাধনং গৌণং প্রয়োজনম্। সুখঞ্চ দ্বিবিধং সাতিশয়ং নিরতিশয়ঞ্চেতি। তত্র সাতিশয়ং সুখং বিষয়ানুষঙ্গজনিতান্তঃকরণবৃত্তি তারতম্য-কৃতানন্দলেশাবির্ভাববিশেষঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তীতি শ্রুতেঃ। নিরতিশয়ং সুখং চ ব্রহ্মৈব, 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মে'ত্যাদি শ্রুতেঃ ॥১॥

অনুবাদ

বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় জীবব্রহ্মৈক্য নিরূপণ করিয়া ঐ ঐক্যজ্ঞানের প্রয়োজন নিরূপণ করা হইতেছে। যাহা জ্ঞাত হইলে স্ববৃত্তিস্বরূপে (ইহা আমার হউক এইরূপে) ইচ্ছার বিষয় হয় তাহাকে 'প্রয়োজন' বলে। প্রয়োজন দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। তন্মধ্যে সুখ ও দুঃখাভাব এই দুইটি মুখ্য প্রয়োজন। সুখ ও দুঃখাভাবের সাধন অর্থাৎ উপায় —গৌণ প্রয়োজন। সুখ দুই প্রকার—সাতিশয় ও নিরতিশয়। বিষয়সম্পর্কজাত-অন্তঃকরণবৃত্তির তারতম্য হইতে যে আনন্দ লেশের আবির্ভাব হয় তাহা সাতিশয় সুখ। শ্রুতিতে আছে—'সাংসারিক আনন্দদায়ক বস্তুগুলি এই ব্রহ্মানন্দের কণামাত্র বহন করে'। আনন্দদায়ক ব্রহ্মই নিরতিশয় সুখস্বরূপ। এ বিষয়ে শ্রুতি—'ব্রহ্মকে আনন্দ বলিয়া জানিবে 'ব্রহ্ম চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ'।

টীকা

সপ্তভিঃ পরিচ্ছেদৈঃ প্রমাণানি প্রমেয়ঞ্চ নিরূপ্য তাদৃশ প্রমেয়নির্ণয়স্য প্রয়োজনং নিরূপয়িতুমাহ ইদানীমিতি। তত্রাদৌ প্রয়োজনস্বরূপমাহ যদিতি। অবগতং সদিতি

Scanned with CamScanner

অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে যেহেতু মোক্ষ ও ব্রহ্ম একই, তাই মোক্ষের কোন আদি বা অন্ত নেই। কারণ যদি এর আদি থাকে তবে এ কোন উৎপন্ন দ্রব্য হবে এবং তার অন্তও থাকবে যেহেতু প্রত্যেক দ্রব্য যার আদি থাকে তার অন্তও থাকে। এরকম ক্ষেত্রে কোন এক সময়ে মুক্ত ব্যক্তির মুক্তাবস্থা শেষ হয়ে যাবে এবং তাঁকে আবার এ জগতে ফিরে আসতে হবে। এ অসম্ভব কারণ এ শাস্ত্রসম্মত নয়। এর বিরুদ্ধবাদী বলবেন যে মোক্ষের যদি আদি না থাকে তবে মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণ মনন, নিদিধ্যাসনের প্রতি কারও কোন উৎসাহ থাকবে না কারণ প্রত্যেকে ইতিপূর্বেই মুক্ত হয়ে আছে। এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন যে, যদিও মুক্তি বা ব্রহ্ম যা প্রত্যেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপ্ত, তবুও সাধারণ লোক তারা নিজেরা মুক্ত নয়—এরকম ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট হয়। দুঃখের নিবৃত্তিও—যা ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয় তা সকলের মধ্যেই রয়েছে। তাই মোক্ষ হল প্রাপ্তের প্রাপ্তি এবং নিবৃত্তের নিবৃত্তি (পরিহৃতের পরিহার)। [সিদ্ধস্যৈব ব্রহ্মস্বরূপস্য মোক্ষস্যাসিদ্ধত্বভ্রমেন তৎসাধনে প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। অনর্থ নিবৃত্তির-প্যধিষ্ঠান—ভূত-ব্রহ্মস্বরূপতয়া সিদ্ধৈব—বেদান্ত-পরিভাষা, স্বামী মাধবানন্দ সম্পাদিত পৃ. ২০৪।]

(উদাহরণস্বরূপ, অনেক সময় কোন ব্যক্তি তার চক্ষুর উপর চশমা থাকা সত্ত্বেও তা হারিয়ে গিয়েছে এরকম ভেবে তার অনুসন্ধান করে এবং যখন অন্য কোন ব্যক্তি তাকে তা নির্দেশ করে তখন প্রথম ব্যক্তি তার ভুল সম্পর্কে অবহিত হয়। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির এমন বস্তুর জ্ঞান হল যা আগে থেকেই তার চক্ষুর উপর অবস্থিত ছিল এবং যা আদৌ হারায় নি। একইভাবে কোন ব্যক্তি তার পায়ে জড়ানো মালাকে সাপ বলে ভুল করতে পারে। যখন অন্য কোন ব্যক্তি তাকে বলে যে তা সাপ নয়, মালা—তখন ঐ ব্যক্তি সাপের ভয় থেকে মুক্ত হয়। এ ক্ষেত্রে, ঐ ব্যক্তির পায়ে সাপের অভাব ছিল, কিন্তু ঐ ব্যক্তি এ অভাব সম্পর্কে সতর্ক ছিল না। ঠিক একই ভাবে, আনন্দের প্রাপ্তি, যদিও তা ইতিপূর্বেই প্রাপ্ত অথবা দুঃখের নিবৃত্তি যদিও তার পূর্বেই নিবৃত্তি আছে তবুও যখন অবিদ্যা চলে যায় তখন মনে হয় যেন নতুন করে আনন্দের প্রাপ্তি বা দুঃখের নিবৃত্তি হয়েছে।

মোক্ষ কোন প্রকার পুণ্যের ফল নয়, তা শাস্ত্রীয় জ্ঞানের দ্বারাই লভ্য। কিন্তু শাস্ত্রীয় জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়। প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ যে রকম অন্ধকার দূর করে, সেরকম ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের অবিদ্যা দূর করে। এ মুক্তি হল উপলব্ধির ব্যাপার। এটা পূজা, উপাসনা ইত্যাদির মত ধর্মমূলক কার্য নয়। শ্রুতি ঘোষণা

Scanned with CamScanner

করেন, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। অর্থাৎ, "যদি সেই কার্য-কারণের চরম আশ্রয় দৃষ্ট হয় বা তার উপলব্ধি হয়, তবে সকল কর্মের ক্ষয় হয়" (মুণ্ড ২/২/৮)। "আনন্দং ব্রহ্মনঃ বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" অর্থাৎ "যে ব্যক্তি জানেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ হল আনন্দ তিনি কখনও কোন কিছু থেকেই ভীত হন না" (তৈ. ২/৯) "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তঃ অসি" অর্থাৎ "হে জনক, আপনি অভয়কে পেয়েছেন" (বৃহ. ৪/২/৪)। "তৎ আত্মননমের বেত্তি অহম্ ব্রহ্মাস্মি ইতি, তস্মাৎ তৎ সর্বম্ অভবৎ" অর্থাৎ "তিনি (জনক) ব্রহ্মকে আমিই ব্রহ্ম"—এ রূপে জানেন এবং তাই তিনিই সকল বস্তুর স্বরূপ হয়ে যান" (বৃহ ৯/৪/১০)। "তত্র কঃ মোহ কঃ শোকঃ একত্বমুপশ্যতঃ" অর্থাৎ "তখন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি হতাশা ও দুঃখকে অতিক্রম করেন" (ঈশ. ৬)। এই শ্রুতিবাক্যগুলি মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে পূজা, উপাসনা ইত্যাদির অবদান সম্পর্কে কোন কথা বলে নি। ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তি লাভের মধ্যে কোন প্রকার অন্তর্বর্তী ক্রিয়া নেই। উদাহরণস্বরূপ, যখন বলা হয়, "কোন স্থানে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি সংগীত পরিবেশন করেছেন", তখন এই বাক্যের "কোন স্থানে দাঁড়িয়ে" এবং "সংগীত পরিবেশন করছেন"—এই দুটি অংশের মধ্যে কোন মধ্যবর্তী ক্রিয়া নেই। মুক্তি কোন নূতন ফলরূপ ব্রহ্মজ্ঞান নয়। "ইতি চ এবমাদ্যা শ্রুতয়ঃ মোক্ষপ্রতিবন্ধনিবৃত্তিমাত্রম্ এব আত্মজ্ঞানস্য ফলম্ দর্শয়ন্তি।" অর্থাৎ "ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষ ও আমাদের মধ্যে অজ্ঞান বা অবিদ্যা রূপ যে বাধা আছে তা দূর করে", [ব্রহ্মসূত্র : শঙ্করভাষ্য, ১/১/৪, ২য় বর্ণক, বেদান্তদর্শনম্—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ সম্পাদিত, পৃ. ১৬০]। জীব ও ব্রহ্মের অভেদকে কোন ব্যক্তি প্রতীকী অর্থে গ্রহণ করতে পারেন, মনে করা যাক, যদিও জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য আছে, তথাপি কোন কোন পরিপ্রেক্ষিতে তারা অভিন্ন—এরকম মনে করা যেতে পারে। কিন্তু যদি আমরা এরকম মনে করি, তবে "তত্ত্বমসি", "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" (আমিই ব্রহ্ম)—ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বাক্যের আক্ষরিক অর্থ পরিত্যাগ করতে হয় এবং আমাদের ইচ্ছানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে হয়। এ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার (উপক্রম, উপসংহার ইত্যাদি) আদর্শ নিয়মকে লঙ্ঘন করে। তাছাড়া, এ প্রকার অবাস্তব চিন্তা জীবের অবিদ্যা দূর করতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মের অভেদের জ্ঞান হলেই এই অবিদ্যার অবসান হয়। সুতরাং আক্ষরিক অর্থে জীব ও ব্রহ্মকে অভিন্ন বলে মেনে নিতে হবে এবং ব্রহ্মের জ্ঞানকে বস্তুগতভাবে যথার্থ বলতে হবে। জীব অথবা ব্রহ্মের বিষয়গত যথার্থতা প্রত্যক্ষাত্মক বা অনুমানমূলক যে কোন প্রকার যথার্থ জ্ঞানের মতই হয়। এ বিষয়গত এই অর্থে যে এ কোন

Scanned with CamScanner

সেক্ষেত্রে পৌঁছানো বা পাওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। কোন কিছুর প্রাপ্তি বলতে বোঝায় তার স্থানান্তরে অবস্থান, যা বিভু ও সর্বব্যাপী সত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মোক্ষ ও ব্রহ্ম অভিন্ন বা একই। যেহেতু এটা সমস্ত স্থানেই অবস্থিত তাই এটা এমন কিছু নয় যা কোন ক্রিয়ার দ্বারা লাভ করা যাবে।

মোক্ষ কোন বিশুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ার ফলও হতে পারে না। কোন দোষের অপসারণ বা কোন উৎকর্ষের সংযোগের দ্বারা কোন বস্তুকে বিশুদ্ধ করা হয়। কিন্তু ব্রহ্ম চরমরূপে ও শাশ্বতরূপে বিশুদ্ধ। তাই এতে কোন উৎকর্ষের সংযোগ অথবা কোন দোষের অপসারণের প্রশ্ন ওঠে না। এতে কোন উৎকর্ষের অভাব নেই বা কোন দোষও নেই।

সম্ভবত এরকম বলা যায় যে, যদিও জীবের মুক্ত অবস্থা আছে, তবু এটা লুক্কায়িত আছে বলে এর প্রকাশের জন্য অর্থাৎ এর অব্যক্ত অবস্থার দূরীকরণের জন্য কোন বিশুদ্ধিকরণ ক্রিয়ার প্রয়োজন। দর্পণের উপরিভাগে ঘর্ষণের ফলে ধূলোবালি অপসারিত হওয়ায় দর্পণের যেমন পরিষ্কার চেহারা প্রকাশ পায় এও যেন ঠিক সেরকম। অর্থাৎ দর্পণের প্রকৃত স্বভাব ব্যক্ত হয় ঘর্ষণ ক্রিয়ার ফলে। কিন্তু মুক্তির ক্ষেত্রে এরকম ইঙ্গিত খাটে না। কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম কোন ক্রিয়ার আশ্রয় হতে পারে না। যদি তাই হয় তবে মুক্তি পরিবর্তনশীল হয়ে পড়বে। কোন ক্রিয়া পরিবর্তন সূচনা করে। পরিবর্তন ব্যতীত কোন ক্রিয়া সম্ভব হয় না। কোন ক্রিয়া বা কর্ম যার উপর প্রযুক্ত হয় তাকে এবং তার আশ্রয়কে পরিবর্তিত করে। সুতরাং আত্মা যদি তার উপর প্রযুক্ত কোন ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশিত হত, তবে তার পরিবর্তন হত। কিন্তু যদি এতে কোন পরিবর্তন হয় তবে এর অপরিবর্তনীয় স্বভাব থাকে না অর্থাৎ এটা অনিত্য হয়ে পড়ে। একথা স্পষ্টতঃই স্বীকার করা যায় না কারণ তা আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় উক্তির বিপক্ষে যায়। যেমন— ভগবদ্‌গীতা বলেন,

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২৪

অর্থাৎ, এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। ইনি সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য বলে কথিত হন। (ভগবদ্‌গীতা—২/২৪)

তথাপি, কেউ এরূপ আপত্তি করতে পারেন যে সাধারণতঃ আমরা বিশ্বাস করি যে কোন ব্যক্তি শারীরিক ক্রিয়াদি যথা, হস্তপদাদি ধৌতকরণ, স্নান ইত্যাদির

Scanned with CamScanner

প্রয়োজন পরিচ্ছেদ

প্রথম আলোচনার বিষয় হল প্রয়োজন ও সুখ এবং তাদের প্রকার।

প্রয়োজন — যা অবগত হয়ে 'এটা আমার হোক', এমন নিজ-সম্বন্ধীয় রূপে ইচ্ছার বিষয় হয়, তাকেই প্রয়োজন বলে।

প্রয়োজন দুই প্রকার — মুখ্য ও গৌণ। তার মধ্যে সুখ ও দুঃখের অভাব — এই দুইটি মুখ্য প্রয়োজন। ~~এবং~~ এই দুইটির মধ্যে যে কোনটির প্রাপ্তির উপায়কে গৌণ প্রয়োজন বলে।

সুখ দুই প্রকার — সাতিশয় ও নিরতিশয়।

সাতিশয় সুখ — বিষয়ের সাথে সম্বন্ধ থেকে অন্তঃকরণবৃত্তির তারতম্য বা ন্যূনাধিক্যতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই তারতম্যযুক্ত আংশিক আনন্দের

অবিদ্যার বিনাশকে আত্যন্তিক সুখ বলে।

প্রিয় বিষয় অনুভব হলে ঐ অনুভবের জন্য যে অন্তঃকরণ বৃত্তি হয়, তাতে চৈতন্যের আনন্দাংশের প্রতিবিম্ব হয়। ঐ আনন্দ প্রতিবিম্বযুক্ত অন্তঃকরণ বৃত্তিই সুখ। বিষয়ের তারতম্য জন্য বিষয়ানুভবের তারতম্য। বিষয়ানুভবের তারতম্য নিবন্ধন অন্তঃকরণ বৃত্তির তারতম্য। অন্তঃকরণ বৃত্তির তারতম্য হেতু আনন্দাংশের প্রতিবিম্বের তারতম্য। আনন্দ প্রতিবিম্ব অল্প হলে অল্প সুখ, অধিক হলে অধিক সুখ। সুখের সাতিশয় বা উৎকর্ষাপকর্ষই সুখের তারতম্য। এই তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষযুক্ত সুখই সাতিশয় সুখ। জড় বিষয় স্বভাবতঃ আনন্দ নয়,

আনন্দকেও নয়। প্রত্যেক আনন্দাংশ পেয়েই সে আনন্দ ও অনানন্দের হয়, স্বাভাবিক আছে - সাংসারিক - চতুর্মুখী এই ব্রহ্মানন্দের - কণামাত্র গ্রহণ করে।

আনন্দদায়ক - ব্রহ্মই - নিরতিশয় সুখ। এই সুখ অপেক্ষায় - অতিশয় - সুখ - না থাকায় - ইহা নিরতিশয়। যেহেতু - 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম - আনন্দ - ইহা জেনেছিলেন, "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" অর্থাৎ ব্রহ্ম চিৎ ও আনন্দস্বরূপ - ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ আছে।

সুখ ও দুঃখাভাবের - ন্যায় - মোক্ষও মুখ্য - প্রয়োজন। অতও তাহা প্রয়োজন। কিন্তু মোক্ষ - সুখ ও দুঃখাভাবের - অতিরিক্ত নয়। অতও তাহা আবশ্যক।

SUBJECT : PHILOSOPHY (M.A.)

Semester : IV

Paper : PHI-403

Name : Advaita Vedānta

Topic of Lecture (Material) :

প্রয়োজন ও সুখ এবং
মোক্ষের স্বরূপ

[Nature of Prayojana (aim), Sukha (Happiness) and Mokṣa (Liberation)]

Lecture (Material) No. III

Date : 21.04.2020

By
Prof. Bhupendra Chandra Das
Department of Philosophy
Vidyasagar University
Midnapore-721102

Scanned with CamScanner